দারসে কুরআন সিরিজ-২

আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য

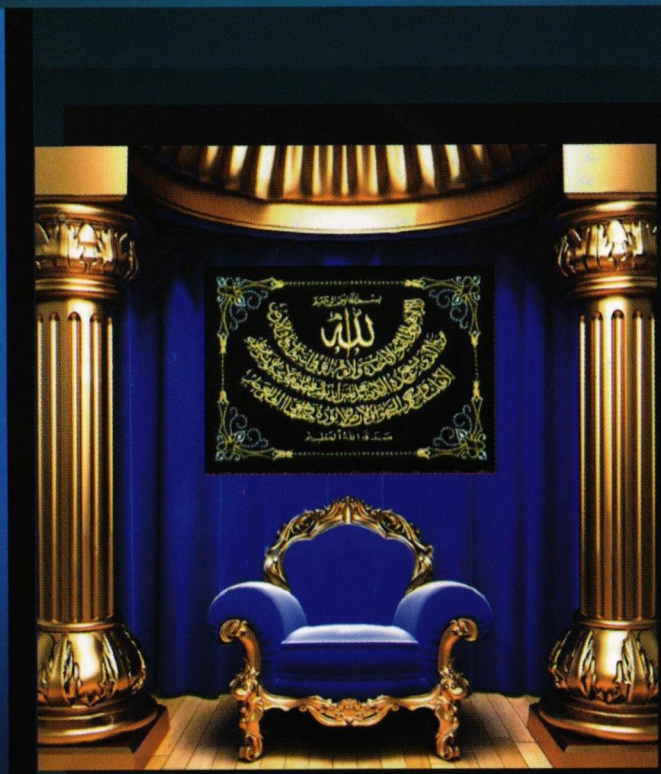

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-২

আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

www.pathagar.com

আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই - ১৯৮২
পঁচিশ তম প্রকাশ ঃ জুলাই - ২০১০

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস
৩৬, শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীক্রম

০১.	আয়াতুল কুরসী বা কুরসীর আয়াত	০৫
০২.	শানে নুযুল	০৫
০৩.	তাফসীর বা ব্যাখ্যা	০৬
০৪.	তাগুতের পরিচয়	১১
০৫.	উলুহিয়াতের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ	১৯
০৬.	উপসংহার	২৩

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- ✪ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- ✪ যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- ✪ যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- ✪ যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- ✪ যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- ✪ যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✪ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- ✪ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- ✪ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- ✪ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- ✪ লক্ষ কোটি শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

আয়াতুল কুরসী বা কুরসীর আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ط وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ *

অনুবাদ ঃ "তিনি আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কেউই সার্বভৌমত্বের মালিক নয়। তিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠিত। ঘুম ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি সবার অগ্র-পশ্চাতের খবর রাখেন। তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কিছুই মানুষের জ্ঞান সীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না। অবশ্য তিনি যা ইচ্ছা করেন (বা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে কিছু জ্ঞান দান করেন তবে তা ভিন্ন কথা) তার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যপ্ত। ঐ সবের (আকাশ ও পৃথিবীর) রক্ষণাবেক্ষণে তাঁকে কিছু মাত্র ক্লান্ত করে না। আর তিনি হচ্ছেন এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।" (আল-বাকারা ঃ ২৫৫)

শানে নুযুল

আল-কুরআনের প্রতিটি সূরা ও আয়াত বিশেষের নাযিল হওয়ার পিছনে রয়েছে একটা ঐতিহাসিক কারণ। ঐ কারণকেই বলা হয় শানে নুযুল। আয়াতুল কুরসীরও রয়েছে একটা শানে নুযুল। আমরা শ্লোগানে বলি সব সমস্যার সমাধান, আল-কুরআন আল-কুরআন। এটা শুধু শ্লোগানেরই ভাষা নয়; বরং এইটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য যে, মানব জীবনের ও মানব সমাজের প্রতিটি সমস্যারই নির্ভুল ও সঠিক সমাধান রয়েছে আল-কুরআনে। আয়াতুল কুরসীর মধ্যেও রয়েছে একটা সব চাইতে বড় জটিল সমস্যার সমাধান–যাকে আমরা সহজ বাংলায় বলতে পারি গদী

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান। সার্বভৌমত্বের মালিক কে হবেন, তা নিয়ে গোটা পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয় বিতর্ক। সার্বভৌমত্বকে সবাই স্বীকার করে, কিন্তু সবাই একমত হয়ে বলতে পারে না যে, সে ক্ষমতা থাকবে কার হাতে– তার সঠিক সমাধান খুঁজে বের করতে মানুষ হলো ব্যর্থ। আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর (স) মাধ্যমে নাযিল করলেন নতুন করে এ সমস্যার সমাধান। এ জন্যে এ আয়াতের নামই রাখা হলো আয়াতুল কুরসী বা কুরসীর আয়াত। যার মাধ্যমে পাওয়া গেল কুরসী সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান। (অবশ্য পূর্বের কিতাবগুলোতেও একথা বলা হয়েছিল)।

রাসূলে পাক (স) যখন মানুষের সার্বভৌমত্ব খতম করে মদিনায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একটা ছোট রাষ্ট্র কায়েম করলেন তখন হিজরীর ২য় সনে এ আয়াতের মাধ্যমে যেমন একদিকে সার্বভৌমত্বের মালিকানার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো তেমন অপরদিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের বাস্তব ফজিলত সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করে স্বচক্ষে দেখানও হলো। মানুষ সত্যিকারভাবে বুঝল আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র কল্যাণ রাষ্ট্র।

তাফসীর বা ব্যাখ্যা

মানুষ যারা সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার তারা এ ক্ষমতার মালিক হওয়ার ব্যাপারে ঠিক যেখানে যেখানে অযোগ্য অর্থাৎ যে সব যোগ্যতার অভাবে মানুষ সার্বভৌমত্বের দাবীদার হতে পারে না ঠিক সেই সেই যোগ্যতা যে মানুষের মধ্যে নাই এবং তা যে শুধু আল্লাহর মধ্যেই রয়েছে, তাই বলা হয়েছে এই আয়াতটির মাধ্যমে। সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে নিরংকুশ ক্ষমতা যা হস্তান্তর যোগ্য নয়, বিভাগ যোগ্য নয়, খর্ব যোগ্য নয় ও কেড়ে নেয়ার মত ক্ষমতাও নয়। এই ক্ষমতাকে আরবীতে বলা হয় উলুহিয়াত। আর এ ক্ষমতা যার হাতে থাকে অর্থাৎ এ ক্ষমতার যিনি একচ্ছত্র মালিক তাকেই বলা হয় اِلٰهٌ (ইলাহ) এবং এই اِلٰهٌ (ইলাহ) একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই হতে পারে না। তাই আয়াতুল কুরসীর প্রথমেই বলা হয় اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ –"আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কেউই সার্বভৌমত্বের মালিক নয়।" এবার প্রশ্ন, সার্বভৌমত্ব–যা সব চাইতে বড় ক্ষমতা যা হস্তান্তরযোগ্য নয়–এই ক্ষমতার মালিক যিনি হবেন তার জীবনে এমন কোন দিন থাকলে চলবে কি যেদিন তিনি ছিলেন না এবং এমন

www.pathagar.com

কোন দিন থাকলেও চলবে কি যেদিন তিনি থাকবেন না? কারণ তাতে প্রশ্ন উঠবে, যেদিন তিনি ছিলেন না ঐ দিন ক্ষমতা ছিল কার হাতে। এই প্রশ্নেরই সমাধানে لَآ اِلٰهَ এর পরই বলা হল اِلَّا هُوَ তিনিই ইলাহ্। اِلٰهْ এর বৈশিষ্ট্যগুলো যথা–

১. একমাত্র اَلْحَيُّ বা চিরঞ্জীব যার জীবনের শুরুও নেই শেষও নেই। আর এ ব্যাপারে মানুষ ষোল আনাই অযোগ্য। কাজেই কি করে মানুষ সার্বভৌমত্বের মালিক হতে পারে?

২. দ্বিতীয় ঃ বলা হলো শুধু চিরঞ্জীব হলেই চলে না তাকে চিরদিন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার। তাই اَلْحَيُّ এর পরই বলা হলো, তিনিই اَلْقَيُّوْمُ বা চির প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারেও মানুষ শতকরা একশো ভাগই অযোগ্য।

৩. এরপর প্রশ্ন হল মানুষ যারা সার্বভৌমত্বের দাবীদার তারা যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন এই ক্ষমতা যাবে কোথায় বা থাকবে কার হাতে? তার জবাবে বলা হলো– এ ক্ষমতার যিনি মালিক হবেন তাঁকে হতে হবে এমন যেন– لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ তাঁকে ঘুমে এবং তন্দ্রায় স্পর্শ না করে। এ ব্যাপারেও মানুষ পুরাপুরিই অযোগ্য। কাজেই মানুষ এ ক্ষমতার মালিক হতেই পারে না। পারে না আল্লাহ ছাড়া আর কেউই।

৪. অতঃপর প্রশ্ন, সবচেয়ে বড় ক্ষমতার যিনি মালিক তার ক্ষমতা কোন বিশেষ এলাকার মধ্যে হলে চলবে কি? তার ক্ষমতা হতে হবে সর্বত্র, যার মালিক হওয়া মানুষের জন্য কোনদিনও সম্ভবপর নয়। যেমন আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব মাত্র একটি কথার দ্বারা মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করতে পারেন কিন্তু আগরতলার একটা চৌকিদারের চাকুরীও তিনি বাতিল করতে পারেন না। দুনিয়ার প্রতিটি রাজা বাদশাহরই ক্ষমতা এইরূপ একটা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই কি করে সে (মানুষ) সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হতে পারে? এ ব্যাপারেও যে মানুষ যোগ্য নয়, একমাত্র আল্লাহই যোগ্য, তাই বুঝানোর জন্য বলা হলো لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর। অর্থাৎ সব কিছুর উপর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা বিরাজমান। তাঁর ক্ষমতা কোন পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

৫. এরপর বলা হলো, মানুষ যারা সার্বভৌমত্বের দাবীদার তাদের ক্ষমতা ভাগভাগ করে কাউকে কিছু দেয়া যায়, যেমন মন্ত্রিপরিষদ, সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদি ও বিভিন্ন বিভাগের উপর কিছু কিছু ক্ষমতা থাকে-যাদের তরফ থেকে কোন সুপারিশ আসলে তা ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক, একেবারে উপেক্ষা করা যায় না এবং দেশের প্রেসিডেন্ট কোন কিছু করতে গেলেও মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন ছাড়া কিছু করতে পারেন না। কারণ তাঁদেরও কিছু ক্ষমতা থাকে। আল্লাহ বলেন– যেহেতু তার ক্ষমতা কোন ফেরেশতাকেও বা কোন নবীকেও কিংবা কোন পীর সুফি দরবেশকেও ভাগ ভাগ করে কিছু দেননি, তাই مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ "কে আছে এমন যে (তার অধিকার বা ক্ষমতা বলে) তাঁর নিকট কোন সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ছাড়া।"

৬. অতঃপর পুনঃ প্রশ্ন, যারা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা দাবী করে তারা তো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি না তা দেখার ও খোঁজ খবর নেয়ার জন্য একটা গোয়েন্দা বিভাগ রাখেন। যাদের যথাসময়ে খবরাখবর পৌছানোর উপরে রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রপতির টিকা না টিকা নির্ভর করে। এ ব্যাপারে মানুষ রাষ্ট্রপতিগণ (যারা সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার) কোন প্রকারেই পর নির্ভরশীল না হয়ে পারেন না। মানুষ (প্রেসিডেন্ট) নিজ রাষ্ট্রের সব কিছুর খবর রাখবেন এটা মানুষের জন্যে এক চুল পরিমাণও সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহর জন্যে তা সম্ভব। নিকট অতীতের ইতিহাস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, গোয়েন্দা বিভাগ যথাসময় সঠিক সংবাদ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের দুই দুইজন প্রেসিডেন্ট শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হলেন না বরং মহা মূল্যবান জীবনটাও হারালেন। আল্লাহ বলেন– এ ধরনের কোন খবরাখবর পাওয়ার জন্য আল্লাহ কারও উপর নির্ভরশীল নন, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তিনি নিজেই তাদের সবার অগ্র-পশ্চাতের বা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় খবরাখবর সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। যার জন্যে মানুষ সম্পূর্ণই অযোগ্য। কাজেই কি করে মানুষ সার্বভৌমত্বের মালিক হতে পারে?

৭. সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হতে হলে তাকে সর্বোচ্চ জ্ঞানীও হওয়া দরকার। যা বিহনে সার্বভৌমত্বের মালিক হওয়া যায় না। এ ব্যাপারেও

www.pathagar.com

মানুষ পরিপূর্ণভাবে অযোগ্য। যেমন দেখুন, কয়েক দিন পূর্বের কথা বলছি ঃ ৯ই মার্চ (১৯৮২) এ্যাস্ট্রোলোজাররা দেখল আগামীকাল ১০ই মার্চ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝ পথে যেহেতু একই সম লাইনে আরও কতকগুলো গ্রহ এসে যাচ্ছে, তাই তাদের সম্মিলিত আকর্ষণ একই দিক থেকে এসে যখন পৃথিবীর উপর পড়বে তখন পৃথিবী তার কক্ষে আর টিকে থাকতে পারবে না, ছিটকে চলে যাবে অন্য গ্রহের দিকে, আর অন্য গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান তো তাদের মত সীমাবদ্ধ না, তাই আল্লাহ বহু পূর্বেই বলে রেখেছেন–ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ। ওসব মহাশক্তিধর ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা। কাজেই এক্সিডেন্টের কোন ভয় নেই। এভাবে আল্লাহর জ্ঞান যে সব চেয়ে বড় এবং তার জ্ঞান যে কেউই আয়ত্ব করতে পারে না, তা বুঝানোর জন্যই বলা হলো–

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ـ

তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কিছুই মানুষের জ্ঞান সীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। হ্যাঁ তবে তিনি যদি কাউকে কিছু দান করেন তবে তা ভিন্ন কথা।

৮. অতঃপর এক বিরাট প্রশ্ন, আল্লাহ কি শুধু আকাশেই ফেরেশতাদের নিয়ে রাজত্ব করেন আর পৃথিবীর রাজত্ব কি মানুষ চালাবে? তার জবাবে আল্লাহ বললেন ঃ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ "তার রাজআসন আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্রই পরিব্যপ্ত।" তিনি আকাশেরও রাজা পৃথিবীরও রাজা।

৯. এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে একজন রাষ্ট্রপ্রধান তার রাষ্ট্রকে হেফাজত করতে হিমশিম খেয়ে যান। আল্লাহ কি তেমন? না। তাই বলা হলো–وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا "এই দুইটার (আকাশ ও পৃথিবীর) সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না বা এতে তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। কারণ একমাত্র তিনিই হচ্ছেন–

১০. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ "তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।"

আয়াতুল কুরসীর ঠিক পরে আর যে আয়াতগুলি রয়েছে তার থেকে মাত্র তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য করুন। যেখানে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

"দ্বীন বা আনুগত্যের বিধান গ্রহণের ব্যাপারে আর কোন জোর জুলুম নেই কারণ এইমাত্র (আয়াতুল কুরসীর মাধ্যমে) বিভ্রান্তির ভিতর থেকে সঠিক বুঝের সন্ধান পাওয়া গেল।" কাজেই মানুষ আল্লাহরই বিধানের আনুগত্য করবে না কি আর কারও আনুগত্য করবে তা তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও।

অর্থাৎ– قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ থেকে যে স্পষ্ট বুঝটা এইমাত্র বেরিয়ে এলো তা হচ্ছে এই যে কোন রাজা বাদশাহ ও কোন দেশের প্রেসিডেন্ট প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের মালিক নয়। অতঃপর এই বুঝটাকেই যদি আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করি তাহলে একটা জিনিস হিসাব করে দেখতে হবে। আসুন একটা উদাহরণের মাধ্যমে সে হিসাবটা করে দেখি। ধরে নিন, কোন ব্যাপারে যদি একজন চৌকিদার ও একজন দারোগার মধ্যে মতবিরোধ হয় তাহলে দেখা যায় চৌকিদারের কথা টেকে না, টেকে দারোগার কথা। কারণ তাঁর ক্ষমতা চৌকিদারের ক্ষমতার চাইতে বেশী। ঠিক তদ্রুপ একজন ডি, সি এর সঙ্গে যদি কোন একজন দারোগার কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য হয় তবে দারোগার কথা অবশ্যই টিকবে না; টিকবে ডি, সি এর কথা। কারণ ডিসির ক্ষমতা দারোগার ক্ষমতার চাইতে উপরে। ঠিক তদ্রুপ কোন ডি, সি এবং প্রেসিডেন্টের সাথে যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হয় তবে অবশ্যই ডি, সি সাহেবের কথা টিকবে না, টিকবে প্রেসিডেন্ট সাহেবের কথা। কারণ তাঁর ক্ষমতা হচ্ছে সব চাইতে উপরে এবং তিনি হচ্ছেন একটা রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ফাস্ট পজিশনে। কাজেই তাঁর যা ইচ্ছা, ঐটাই আইনে পরিণত হবে। এসব যখন আমরা ভালই বুঝি তখন এই প্রশ্নের আমরা কি জবাব দেব; যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আল্লাহর কথা যদি প্রেসিডেন্টের কথার খেলাফ হয় তখন টিকবে কার কথা? এর জবাবে বলতে হবে আল্লাহর কথাই টিকবে যদি আল্লাহকে একমাত্র ক্ষমতার ফাষ্ট পজিশনে মনে করি। কিন্তু যদি আল্লাহর কথা বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্টের কথা টিকাই তাহলে কি প্রমাণ হয়? তাহলে আয়াতুল কুরসীর আল্লাহকে কি মানা হয়? তা হয় না। এই ব্যাপারে মানা না মানার ফয়সালা করবে সে নিজেই এই কথা বুঝানোর জন্যে, বলা হলো لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর আইনের আনুগত্য করবে, নাকি মানুষের

www.pathagar.com

তৈরী আইনের আনুগত্য করবে সে ফয়সালা তাকে করতে দাও। এরপর মানুষ হবে দুই ভাগে বিভক্ত। কেউ আল্লাহকেই ক্ষমতার ফাষ্ট পজিশনে মানতে পারবে আর কেউ তা মানতে পারবে না। এবার এই দুই গ্রুপের কথা আল্লাহ পৃথক পৃথকভাবে বললেন, প্রথমে বললেন, যারা মানতে পারবে তাদের কথা, পরে বললেন যারা মানতে পারবে না তাদের কথা। বলা হয়েছে–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ز لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

"অতঃপর যারা তাগুতদের অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তারা একটা মজবুত অবলম্বনকে শক্ত করে ধরলো যা কখনও ছিঁড়বার বা ছুটবার মত নয়। আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" এখানে লক্ষণীয় যে তাগুতকে অস্বীকার করেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে।

তাগুতের পরিচয়

যারা আল্লাহর আইন মানে না তারা কাফের। আর যারা আল্লাহর আইন না মানার জন্যে অন্যদেরকে বাধ্য করে তাদেরকে বলা হয় তাগুত। যারা সাধারণ মানুষ তারা কাফের হতে পারে, তাগুত হতে পারে না। কিন্তু যারা রাজ ক্ষমতায় থাকে তারা কাফের এবং তাগুত দুই-ই হতে পারে। নিজে আইন অমান্য করা এটা তো নিঃসন্দেহে কুফরী কিন্তু যারা আইন করে আল্লাহর আইনকে অমান্য করায়, তারা প্রকৃতপক্ষে খোদার খোদায়ী নিয়ে টানা-টানি করে। কারণ যে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর সেই ক্ষমতা তারা ব্যবহার করতে চায়। আমরা বহু তাগুতি আইনকে খুব হাল্কা নজরে দেখি। কিন্তু আল্লাহ তা হালকা নজরে দেখেন না। যেমন আমরা মনে করি চুরির শাস্তিস্বরূপ হাত কাটার পরিবর্তে জেল দিলে এমন কি গুরুতর অপরাধ হয়। চোরের শাস্তি তো দেয়াই হলো। কিন্তু আসল ব্যাপারটা দাঁড়ায় ভিন্নরূপ, যা মানুষ চিন্তা করে না। তা হচ্ছে এই যে, চোরের হাত কাটা আইন হচ্ছে আল্লাহর তৈরী একটা ফৌজদারী আইন। সেটাকে বাতিল করে অন্য আইন তৈরী করার অর্থই হলো আইন করে আল্লাহর আইনকে বাতিল করা। আর সুদ মদের লাইসেন্স দেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর আইনকে অমান্য করার লাইসেন্স দেয়া। এসব কাজ যারা করে

www.pathagar.com

তারাই হচ্ছে তাগুত। তারা যে শুধু নিজেরাই আল্লাহর আইন অমান্য করে তাই নয়, বরং তারা আইন করে অন্যদেরকেও আল্লাহর আইন অমান্য করতে বাধ্য করে। আল্লাহর কথা অনুযায়ী বুঝা গেল, যারা এই তাগুতদের মানে তারা আল্লাহকে মানতে পারে না, আর যারা আল্লাহকে মানে তারা তাগুতদেরকে মানতে পারে না। হ্যাঁ তবে এমন কিছু মুসলমান আছে যারা আল্লাহকে মানে তাগুতদেরকেও মানে। তারা মনে করে যে তারা আল্লাহকে ঠিকই মানে, কিন্তু আসলে যে তাদের আল্লাহকে মানা হয় না সেই বোধ তাদের নাই। তাদের কথা সূরা নিসার মধ্যে আল্লাহ এইভাবে বলেছেন যে–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط النساء ـ ٢٠

"তুমি কি সেই লোকদের দেখেছ–যারা মনে করে যে, তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে এবং যা পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতিও। কিন্তু তারা (দুনিয়াদারীর ব্যাপারে) তাগুতদের আইন-কানুন ও বিচার-ফায়সালা মেনে নেয়। অথচ বিশ্বাসীদেরকে হুকুম করা হয়েছিল তাদেরকে (তাগুতদেরকে) অমান্য করতে।" এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যারা তাগুতকে অস্বীকার না করেই (বরং তাদের আইন মেনে নিয়েই) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী করে তাঁদের ওটা শুধু দাবীই। প্রকৃতপক্ষে তাদের ঈমানের প্রতি আল্লাহর কোন স্বীকৃতি নেই। যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে يَزْعُمُوْنَ "তারা মনে করে" একথা বলতেন না।

হ্যাঁ তবে একথা ঠিকই যে, তাগুতদের অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা একটুখানি কথা নয়; এ বড় শক্ত কাজ। কারণ তাগুতদের অস্বীকার করলে তারা সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। এই জন্যে দেখা যায় যারা ফাতোয়ায় অভ্যস্ত তারা অনেকের বিরুদ্ধেই কাফের ফতোয়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন তাগুতের বিরুদ্ধে তাদেরকে কেউ ফতোয়া দিতে দেখেননি। কাজেই খোদ কিছু সংখ্যক মুফতি পর্যন্ত যাদের অস্বীকার করতে ভয় পান সেখানে সাধারণ মুসলমানদের নিকট থেকে আর কতটুকু

www.pathagar.com

আশা করা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ অল্প সংখ্যক লোক যে তাগুতদের অস্বীকার করার মত থাকবে তা আল্লাহ নিজেই বলেছেন। এরশাদ হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ط النساء ـ ٢٢

"এবং যদি আমি তাদেরকে হুকুম দিতাম যে (দ্বীনের জন্য) তোমরা নিজেদেরকে (আল্লাহর রাস্তায়) কতল করে দাও অথবা (আল্লাহর রাস্তায়) আপন ঘর-বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়, তবে তাদের খুব কম লোক ছাড়া এ হুকুম কেউ পালন করত না।" এর দ্বারা বুঝা গেল, যেখানে জীবন যাওয়ার মত ভয় আছে সেখানে আল্লাহর হুকুম পালন করা খুবই কঠিন কাজ। এ কাজ একে তো সবাই পারে না, আর দ্বিতীয়তঃ এসব ঝুঁকি নিয়েই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাঁদের মনে তাগুতদের ভয় পয়দা হয়ই, এটাই স্বাভাবিক। তাই তাদের মন থেকে আল্লাহর দরবারে একটা ফরিয়াদ উত্থাপিত হয় যে, 'হে আল্লাহ, এখন আমাদের উপায়? তাগুতদেরকে তো আমরা অস্বীকার করেছি এখন তারা তো আমাদের সহজে ছাড়বে না। যদি প্রকৃতপক্ষেই তাগুতদেরকে কেউ প্রকাশ্যে অস্বীকার করে তাদের মনে এ ফরিয়াদ পয়দা হবেই, তাই এর জবাবে আল্লাহ বলছেন وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ আল্লাহ (মনের ফরিয়াদ) শোনেন ও জানেন। এরপর আল্লাহ বলেন (যারা তাগুতদের অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনল)–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط

"আল্লাহ ঐসব ঈমানদারদের অলি হয়ে যান, আল্লাহ তাদেরকে গোমরাহির অন্ধকারের ভিতর থেকে হেদায়াতের আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন।" (আল-বাকারাহ ঃ ২৫৭)

আবার যারা আল্লাহকে এইভাবে মানতে পারে না তারা হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

البقرة ـ ٢٥٧

www.pathagar.com

অর্থাৎ "যারা কাফের, তাদের অলি হচ্ছে ঐ তাগুতরা। তারা ঐসব কাফেরদেরকে আলোর ভিতর থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবে। তারা হবে দোযখের অধিবাসী, আর সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।"
আল-বাকারাহ ঃ ২৫৭

অতঃপর যারাই সত্যিকারভাবে তাগুতদের অস্বীকার করে আল্লাহকে মানতে চায় তাদের মনে একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, হে আল্লাহ। কিভাবে তা করব তার একটা দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে পেশ করে দাও, যেমন আমরা সেই মুতাবিক তাগুতদের অস্বীকার করে তোমাকে মানতে পারি। ঠিক এই কথারই জবাব রয়েছে পরবর্তী আয়াতের মধ্যে। বলা হচ্ছে–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ـ

"তোমরা দেখনা (তোমাদের সামনে তো দৃষ্টান্ত রয়েছে) লক্ষ্য করে তার প্রতি যার সঙ্গে রবের ব্যাপারে (অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের মালিকানা নিয়ে) ইব্রাহিম (আঃ)-এর তর্ক হয়েছিল, যাকে আল্লাহ ঐ সময়ে রাজত্ব দান করেছিলেন। অর্থাৎ নমরূদের সঙ্গে। আল বাকারা ২৫৮

ইব্রাহীম (আঃ) সোজাসুজি নমরূদকে বলেছিলেন–তুমি তাগুত, তোমাকে আমি সার্বভৌমত্বের মালিক বলে মানি না। আল্লাহ বললেন ঃ

اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ لا قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ط

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার রব তো বাঁচাতেও পারেন এবং মারতেও পারেন (তুমি কি তা পার)? সে (নমরূদ) বলল, আমিও বাঁচাতে পারি এবং মারতে পারি।"

قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ط البقرة ـ ٢٥٨

"(পুনঃরায়) ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার রব সবচাইতে বড় ক্ষমতার মালিক হিসাবে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উঠান এবং পশ্চিম দিকে ডুবান। তুমি সত্যই যদি সার্বভৌমত্বের মালিক হও তাহলে সূর্যকে পশ্চিম

www.pathagar.com

দিক থেকে উঠাও। তখন কাফের-নমরুদ লা-জওয়াব হয়ে গেল।" ইব্রাহীম (আঃ) প্রমাণ করে দিলেন যে, নমরূদ তুমি সার্বভৌমত্বের মালিক নও। এ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেছেন।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ * "এবং আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" এখানে জালেম বলতে বুঝাবে তাদেরকে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষদের দান করে ঐ মানুষদেরকেই সার্বভৌমত্বের মালিক বানায়। যেমন আমরা বানাচ্ছি।

আয়াতুল কুরসীর পরিপূরক আয়াত হিসাবে আল কুরআনে আরও বহু আয়াত আছে যার ভিতর থেকে মাত্র একটি আয়াত এখানে পেশ করতে চাই, যে আয়াত শরীফ আয়াতুল কুরসীর সব চাইতে নিকটতম অর্থ দেয়। তা হচ্ছে সূরা হাশরের শেষের দিকের আয়াত যার ফজিলতও আয়াতুল কুরসীর ন্যায় ভিন্নমুখী করে দেখান হয়েছে। যেন আয়াতুল কুরসীর ন্যায় এ আয়াতের অর্থও কেউ না বোঝে। বলা হয়েছে– هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج "তিনি আল্লাহ। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি ছাড়া আর কেউই নয়, কারণ তিনিই হচ্ছেন ঃ

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط

"একমাত্র বাদশাহ, দোষমুক্ত, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, মহাশক্তিধর, আপন ইচ্ছা পূরণে চরম শক্তি প্রয়োগকারী এবং প্রকৃত বড়ত্বের ন্যায্য দাবীদার।" বলা বাহুল্য যারা সার্বভৌমত্বের দাবী করে, তারাই উপরোক্ত গুণগুলি যা একমাত্র আল্লাহর মধ্যেই রয়েছে তা তারা নিজেদের মধ্যে দাবী করে। কাজেই আল্লাহর সেফাতি নামের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র ঐ ক'টা নামের উল্লেখ করা হয়েছে যা পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের মিথ্যা ও প্রতারণামূলক দাবী। আর মানুষ যদি ঐসব গুণ তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আছে বা থাকে বলে মনে করে তাহলে তারাই হয় মুশরিক। এই জন্যই আল্লাহ পাক এ আয়াতের শেষাংশে বললেন– سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ উক্ত ব্যাপারে লোকেরা যে শেরেকী করছে আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ পাক। অর্থাৎ আল্লাহ ঐসব গুণগুলি

www.pathagar.com

(যা এ আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে) একমাত্র আল্লাহর উলুহিয়াত বা সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই মানুষ যেমন সার্বভৌমত্বের মালিক হতে পারে না তেমন ঐসব গুণগুলির ও মালিক হতে পারে না। এ সবের নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর। কিন্তু আল্লাহর উলুহিয়াত ও উলুহিয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর যেসব গুণাগুণের কথা, সূরা হাশরের উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে এতে যারা অন্যকে শরীক করে তারাও প্রতিমা পুজার চাইতে কিছু কম করে না। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীরাও যে শেরেকী করে তা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, যথা– আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

(সূরা ইউসুফ)

"যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদেরও অধিকাংশই মুশরিক।" এরা কারা? এরা হচ্ছে তারাই যারা আল্লাহর উলুহিয়াতে (সার্বভৌমত্বে) এবং রবুবিয়াতে (প্রভূত্বে) অন্যকে শরীক করে। এ ব্যাপারে মানুষ ভুল করবে বলেই আল্লাহ মানুষের জন্মের পূর্বেই, "আলাস্তু বিরাব্বিকুম" প্রশ্নের মাধ্যমে রবের স্বীকৃতি আদায় করেছেন এবং পরে মুসলমান হওয়ার পূর্ব শর্ত হিসাবে কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে তাঁর উলুহিয়াতের স্বীকৃতি আদায় করেছেন।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে– মানুষের বাদশাহ মানুষ না মানুষের বাদশাহ আল্লাহ, আর মানুষ মানুষের তৈরী আইন মেনে চলবে না মানুষ আল্লাহরই তৈরী আইন মেনে চলবে এই একটি মাত্র সহজ বুঝ যাদের মাথায় ধরে না তাঁরা যত বড়ই সুফি দরবেশ হউক না কেন আল্লাহর উলুহিয়াত ও রবুবিয়াতের বেলায় তাঁরা মুশরিকই থেকে যান।

আল্লাহর রাজ্যে মানুষ যে শরীক নয়, তা বুঝার জন্যে আরো কয়েকটি আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন ঃ

(সূরা ফুরকান আয়াত–২) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ

"আল্লাহর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কেউই শরীক হতে পারে না।"

(সূরা হাদীদ আয়াত–৫) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর।"

(সূরা ইয়াসিন আয়াত–৮৩) بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ

www.pathagar.com

"প্রত্যেক জিনিসের সার্বভৌমত্ব তাঁরই হাতের মুঠোয়।"

এই ধরনের আয়াত দ্বারাই প্রায় আল-কুরআন পরিপূর্ণ।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ থেকে এইটাই বুঝান হয়েছে যে, বাদশাহীর ক্ষমতা ও বাদশাহীর গুণাবলি যা আল্লাহর তা মানুষ মানুষকে দান করে আল্লাহর বাদশাহীর মধ্যে যে-শরীক করে ফেলেছে, আল্লাহ তার থেকে পাক। অর্থাৎ তাঁর বাদশাহীতে মানুষকে তিনি কোন অংশ দেন নি অথচ মানুষ তা দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে তাদেরকে শরীক করে ফেলেছে।

এ কথাটিকে আরো পরিষ্কার করে বুঝার জন্যে পড়ুন আরো একটি পরিপূরক আয়াত। সূরা কাহাফের শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا *

"অবশ্যই তোমাদের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তা মাত্র একজনই, অতএব, যারা ইচ্ছা পোষণ করে যে, তাদের রবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ করতে হবে তারা যেন সৎকর্মশীল হয় ও তাদের রবের দাসত্ব করতে গিয়ে যেন অন্য কাউকে রবের সঙ্গে শরীক করে না বসে।" অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য আর কারো রাষ্ট্রীয় আইন হোক কিংবা অন্য যে কোন হুকুমই হোক তা মানে তবে তাতেই হয় শেরেকী। কারণ মানুষকে সৃষ্টি করতেও যেমন আল্লাহর সাহায্যকারী হিসাবে কেউ তাঁর অংশীদার ছিল না তেমন তার সৃষ্টি মানুষের উপর আইন জারী করতেও আল্লাহ কাউকে তাঁর সাহায্যকারী বা অংশীদার রাখেন নাই। সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন আল্লাহ নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক তেমন মানুষের রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন দেওয়ার বেলায়ও আল্লাহ নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক। এখানেও অন্য কেউ একথা বলার অধিকার রাখে না যে, মানুষ কিভাবে জীবন-যাপন করবে তার কিছু আইন আল্লাহ তৈরী করে দিক আর কিছু আইন আমরা তৈরী করে দেই। এ ব্যাপারটিকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললেন আমাকে জলদি করে একটু নাস্তা দাও, আমি খুব তাড়াতাড়ি করে অফিসে যাব। আর ঐ ব্যক্তির একজন চাকর যদি তার মালিকের স্ত্রীকে বলে যে আমার শরীরটা একটু ব্যথা ব্যথা লাগছে আমাকে তাড়াতাড়ি করে আদা দিয়ে একটু চা গরম করে দাও।

www.pathagar.com

তাহলে চাকরের এই কথা যে শুনবে সেই বলবে যে স্ত্রীটা কি তোমার মুনিবের না তোমার নিজের যে তুমি তাকে চা করে দেওয়ার হুকুম করছ?

এখানে যেমন চাকর বলতে পারে না যে, আমি এবং মুনিব দুইজনে মিলে স্ত্রীটাকে বিবাহ করেছি কাজেই ঐ স্ত্রীতে আমারও যেহেতু অংশ আছে তাই আমি তাকে চা তৈরী করে দেওয়ার হুকুম করেছি। ঠিক তেমনই কোন রাজা-বাদশাহ বা কোন দেশের কোন প্রেসিডেন্ট নিজেই আল্লাহর বান্দা হয়ে আল্লাহর অন্য কোন বান্দার উপর কোন মনগড়া হুকুম জারী করতে পারে না। পারে না এই জন্যে যে, ঐ রাজা-বাদশাহরা যাদের উপর হুকুম চালায় তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় তারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক ছিল না। এই জন্যেই তারা আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের উপর কোন প্রকারেই নিজ তৈরী আইন জারী করার অধিকার রাখে না। এই কথাটাই বুঝানোর জন্যে আল্লাহ বলেছেন– اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ "আল্লাহ ছাড়া কারো আইন জারী করার অধিকার নাই।" কারণ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْمُلْكُ "এ সৃষ্টিটা যার সৃষ্টির উপর রাজত্বও তার।" কাজেই রাজত্বের যিনি মূল মালিক তাঁর হুকুম অমান্য হয় যেসব আইনের আনুগত্র করলে তা আল্লাহর বান্দা হিসাবে কি করে করা যেতে পারে। তা করা যায় না। এই জন্যেই আল্লাহর রাসূল বলেন–

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ـ

সৃষ্টিকর্তার হুকুমকে অমান্য করে সৃষ্টি জগতে আর কারো আনুগত্য করা চলবে না। এসব আলোচনা অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের এসব কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে আর কোন ব্যক্তিরই এমন আনুগত্য করা ও হুকুম মানা যায় না যাতে আল্লাহর আইন অমান্য করা হয়।

www.pathagar.com

উলুহিয়াতের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ

এ ছাড়াও আল-কুরআনের বহু স্থানে বহু যুক্তি দ্বারা বলা হয়েছে যে, সব চাইতে উচ্চ শক্তির মালিক ছাড়া অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ إِلٰه হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আরো কিছু আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো। সূরা নমলে, বিশ পারার প্রথমে দেখুন আল্লাহ ৫টি প্রশ্নের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করছেন, পারবে কি কেউ আল্লাহর সঙ্গে إِلٰه হতে? লক্ষ্য করুন প্রশ্নগুলির দিকে–

১নং প্রশ্ন ঃ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ * النمل ـ ٢٠

"তিনি কে, যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আসমান হতে পানি বর্ষাণ-যার দ্বারা সুন্দর রং বেরং-এর বাগিচা তৈরী হয়, যার গাছ-পালাগুলোর উদ্ভব তোমাদের দ্বারা আদৌ সম্ভব ছিল না। (এসব তৈরীর ব্যাপারে) আছে কি আল্লাহর সঙ্গে আর কেউ (শরীক) إِلٰه ?- তা যখন নাই তখন মানুষ কেন মানুষের উপর প্রভু হয়ে চেপে বসতে চাও? বরং একটা সম্প্রদায় আল্লাহর সঠিক পথ হতে সরে যাচ্ছে।"

২নং প্রশ্ন ঃ

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ * النمل ـ ٢١

তিনি কে, যিনি (দু'টি প্রবল গতি থাকা সত্ত্বেও) পৃথিবীকে স্থিতিশীল করে মানুষ বসবাসের উপযোগী করেছেন এবং তার বুকে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাতে (পাহাড় পর্বতের) স্তম্ভ গেড়ে দিয়েছেন (ব্যালান্সার হিসেবে– যেন দ্রুত চলার ও ঘুরার কারণে না কাঁপে) এবং নদীর দু'টি ধারার মধ্যে কে আড়াল সৃষ্টি করেছেন (যেন লোনা পানি ও মিঠে পানি

www.pathagar.com

অথবা ঘোলা পানি ও স্বচ্ছ পানি একত্রে মিশতে না পারে)। এসব ব্যাপারে আছে কি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কেউ (শরীক) اِلٰـهٌ ? (তা যখন নাই তখন দুনিয়ার প্রভুত্বের ব্যাপারে কি করে মানুষ মানুষের اِلٰـهٌ হতে চাও?) অথচ অধিকাংশ লোকই হচ্ছে অজ্ঞ মুর্খ। (তারা এসব বিষয় আদৌ কোন চিন্তা-ভাবনা করে না।)

৩নং প্রশ্ন ঃ

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ * النمل ـ ٤٢

"তিনি কে, যিনি ব্যাকুল ও অস্থির প্রার্থীর প্রার্থনা শোনেন যখন সে তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকে আর (তিনিই বা কে যিনি) তোমাদেরকে খলিফা নিযুক্ত করেন? (এসব কাজে) আছে কি কেউ আল্লাহর সঙ্গে (শরীক) اِلٰـهٌ? (তা যখন নাই তবে কেন দুনিয়ার প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহর শরীক হতে চাও?) তোমরা খুব কম লোকই আছ যারা এসব ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কর।"

৪নং প্রশ্ন ঃ

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰـهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ * النمل ـ ٣

"তিনি কে, যিনি স্থল ভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে (পথহারা অবস্থায় তোমাদেরকে (তারকার মাধ্যমে) পথ দেখান, আর কে জলীয় বাষ্প ও আশু বৃষ্টির সুসংবাদ সহ বায়ু প্রেরণ করেন।" (এই সুসংবাদই আবহাওয়া দফতর থেকে আমরা পেয়ে থাকি) আছে কি কেউ (এসব ব্যাপারে) আল্লাহর সঙ্গে শরীক اِلٰـهٌ? (তা যখন নাই তখন তোমরা কি করে মানুষের উপর আইনদাতা হুকুম কর্তা হতে পার? এসব ব্যাপারে মানুষ যে মানুষকে আইনদাতা ও হুকুম কর্তা মেনে শেরেক করে আল্লাহ তার থেকে উর্ধ্বে।

www.pathagar.com

৫নং প্রশ্ন ঃ

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ * النمل ـ ٢٤

"আর তিনিই বা কে, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পরে তাঁর পুনরাবৃত্তি ঘটান আর কে তোমাদেরকে আকাশ ও যমীন হতে রিযিক দান করেন? আছে কি এসব ব্যাপারে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক اِلٰهٌ? হে নবী, তুমি বল; থাকলে তার প্রমাণ উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও? অতএব, এসব ব্যাপারে কেউ যখন আল্লাহর শরীক ছিল না তখন তার উলুহিয়াতে বা সার্বভৌমত্বে ভাগ বসানো কোনো যুক্তিতে কি বৈধ? অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ * بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ قف بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا قف بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ * النمل ٦٦-٦٥

"(হে নবী, এদের) বল, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না আর কবে তারা পুনরুত্থিত হবে তাও তাদের জানা নাই, বরং পরকালের জ্ঞান তাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অধিকন্তু এরা ঐ (পরকালের) ব্যাপারে সন্দেহে নিমজ্জিত (শুধু তাই নয়) বরং এ ব্যাপারে এরা একেবারেই অন্ধ।" এই কারণেই তো এরা মানুষ হয়ে মানুষের উপর اِلٰهٌ হতে চায়।

আল কুরআনে আল্লাহর উলুহিয়াত সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৪৭ বার আল্লাহ اِلٰهٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন– যার মাত্র ৯টি اِلٰهٌ এর উল্লেখ এখানে করা হলো।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে اَللّٰهُ নামের অর্থই হচ্ছে এই যে তিনিই একমাত্র اِلٰهٌ। আল্লাহর নামের মধ্যে দু'টি শব্দ রয়েছে একটি ال

www.pathagar.com

অপরটি اِلٰهٌ। এ দু'টি শব্দ একসঙ্গে মিলে হয়েছে اَللّٰهُ অর্থাৎ اِلٰهٌ মাত্র তিনি একাই। আর এই নামের ব্যাখ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা হলো। হ্যাঁ তবে তারপরও জনমনে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে তা হচ্ছে এই যে আল্লাহর উলুহিয়াত সম্পর্কে এতে যা আলোচনা করা হলে তা দেশের কোন আলেম-ওলামা পীর-সুফি দরবেশ কারুরই চোখে ধরা পড়ল না, এটা কেমন কথা? এর জবাব যদিও খুব সহজ তবুও তা অনেকেরই পক্ষে হবে কঠিন। দেখুন এর সহজ যুক্তি হচ্ছে এই যে আমরা কেউই নবী নই, আর নবী (সা)-ই হচ্ছেন ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দাতা। কাজেই নবীর (সা) জীবনী থেকে ইসলামের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ঐটাই ঠিক ব্যাখ্যা। এই মূলনীতিটাকে যদি আমরা মেনে নিতে পারি তা হলে দেখুন নবী জীবনের সঙ্গে আমার উত্থাপিত ব্যাখ্যার মিল আছে কিনা। যদি থাকে তবে তা মানতে হবে আর যদি মিল না থাকে তবে তা কোন মুসলমানই মানতে বাধ্য নয়। ব্যাস, এই মুলনীতির উপর নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বলব আমি প্রত্যেকটি মুসলমানকে।

এরপরও একটা মহাসত্য স্বীকার না করে উপায় নেই তা হচ্ছে এই–প্রায় দুইশত বছর ধরে আমাদের উপর ইংরেজরা যখন রাজত্ব করেছিল তখন তারা যে প্রধান একটা বিষয়ের হিসাব করে দেখেছিল তা হল আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে গোপন করা এবং এ সম্পর্কে মুসলমানদের চিন্তাধারাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা যেন তারা ঐ সার্বভৌম ক্ষমতায় নিজেরাই অধিষ্ঠিত থাকতে পারে। এ কথাটিকে মাত্র একটি যুক্তির মাধ্যমেই বুঝতে পারবেন। যেমন দেখুন আমাদের সমাজের একটা সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের মুসলমানও এমন কি অনেক হিন্দুও জানে যে আয়াতুল কুরসী দিয়ে জ্বীন-ভুত তাড়ান যায়, বাড়ী বন্ধ করে দেয়া যায়, আরও অনেক অনেক রোগেরই চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু একথা আমরা কেউই জানতে পারলাম না যে আয়াতুল কুরসী মানে কুরসীর আয়াত, আর এর মধ্যে রয়েছে কুরসী সমস্যার সমাধান। কেন তা জানতে পারলাম না? কে দেবে এ প্রশ্নের জবাব? এর জবাব আর কিছুই না, জবাব ঐটাই যে যারাই আল্লাহর কুরসী দখল করে রাখতে চেয়েছে তারাই জানতে দেয় নি যে এটা কুরসীর আয়াত। তারা দুইশত বছর ধরে যা মুসলমানদের মগজ থেকে ধুয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে তাকি আর সহজে মগজে ধরান যাবে?

www.pathagar.com

উপসংহার

আয়াতুল কুরসীর এ শিক্ষা গ্রহণের পর মনে একটা প্রশ্ন জাগবে তা হচ্ছে এই যে, বর্তমানকালে পৃথিবীর কি পরিমাণ মুসলমান বাস্তবক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর কি পরিমাণ শুধু يَزْعُمُوْنَ এর দলে অর্থাৎ শুধু ধারণার মুসলমান আর কি পরিমাণ তাগুতদের সহযোগিতা করে খোদাদ্রোহী হচ্ছে–যা তারা টেরই পাচ্ছেন না যে তারা নামে মুসলমান হলেও কাজে খোদাদ্রোহী।

এর জবাব আসুন আমরা একটা উদাহরণ থেকে সংগ্রহ করি। আচ্ছা ধরুন, কোন থানার দারোগা সাহেব যদি প্রকাশ্যভাবে তাঁর অধীনস্থ পুলিশ কর্মচারীদের উপর রাষ্ট্রের সংবিধান বিরোধী হুকুম দেন অর্থাৎ যদি বলেন যে তোমরা চুরি-ডাকাতি কর ইত্যাদি আর এই ধরনের হুকুম প্রতিপালন করার জন্যে ঐ থানার কিছু বিশিষ্ট নাগরিক যদি পুলিশ কর্মচারীদেরকে সাহায্য করেন তাহলে ঐ পুলিশ কর্মচারীদের এবং তাদের সাহায্যকারী নাগরিকদেরকে আপনারা কি বলবেন? আপনারা অবশ্যই তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলবেন। আর যদি এমন দেখা যায় যে তারা নিজেদেরকে রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক বলে দাবী করে কিন্তু ঐ দারোগা সাহেবের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের কোন প্রতিবাদও করে না, বিরোধিতাও করে না, তাহলে তাদেরকে কি বলা যাবে? তাদেরকে নেহায়েতই কমবুদ্ধির লোক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আর যদি তারা প্রকৃতপক্ষে কম বুদ্ধি না হয় তাহলে তারা অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহীর পর্যায়ে পড়বে। এটাই যখন যুক্তি তখন এই যুক্তি অনুযায়ী আমরা কোন পর্যায়ে পড়ব?

আল-কুরআনই মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সংবিধান আর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, একথা স্বীকার করার পর যদি দেখি যে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধান (যা গণপরিষদ তৈরী করে) আল্লাহর বিধান বাতিল করার আইন করেছে বা আইন করে আল্লাহর কিছু কিছু আইনকে বাতিল করে দিয়েছে। এসব দেখার পরও যদি মানুষের তৈরী আইনের বিরুদ্ধে একটি কথাও না বলি আর নিজেদেরকে (ঐ থানার নাগরিকদের ন্যায় যারা দারোগার রাষ্ট্রবিরোধী হুকুমের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে না) আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা মনে করি তাহলে আমাদেরকে কি বলা যাবে? বলুন এমন সব বান্দারা কি

www.pathagar.com

সত্যই আল্লাহর উলুহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব বাস্তবে স্বীকার করে? না, প্রকৃতপক্ষে তা স্বীকার করা হয় না, মুখে মুখে দাবী করলেও। এমনও কিছু সুফি মুসলমান রয়েছেন যারা বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহর উলুহিয়াতের স্বীকৃতি না দিয়েই আল্লাহর জান্নাতুল ফেরদৌস দখল করার নেক নিয়্যত রাখেন। তারা মানুষের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েই আল্লাহকে রাজি-খুশি করতে চান। এবার নিরপেক্ষ মন দিয়ে বলুন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কিভাবে মানা যাবে তার উপর কি চিন্তা-ভাবনা করার দরকার নেই? নাকি সারা জীবনই আয়াতুল কুরসী দিয়ে জ্বীন-ভুত তাড়াব আর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত প্রত্যহ কয়েকবার পড়েই নিজেকে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় বিপদাপদ থেকে হেফাজত করব? আশা করি দ্বীন দরদী পাঠক পাঠিকাগণ নিরপেক্ষ মন দিয়ে আয়াতুল কুরসীর মৌলিক শিক্ষার প্রতি চিন্তা-ভাবনা করবেন।

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫